দৈনিক সংবাদ

22/10/2005

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...৩...

১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে Rural Based Center for Scientific Research and Higher Education হিসেবে স্থাপন করার আবেদন

আমাদের দেশে উচ্চতর সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা, বিশেষ করে ফলপ্রসূ গবেষণার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হয়নি। বিজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চমানের গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিজ্ঞান গবেষণা বর্তমানে ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কমিশন ও BCSIR ২টি প্রতিষ্ঠানে, মূলত ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রস্তাবিত ছোট আকারের ১২টি এবং শাহজালাল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিল্প শহর হতে দূরে উপ-শহরের সন্নিকটে নিরিবিলি সাব আরবান পরিবেশে স্থাপন করা আবশ্যক। এরূপ পরিবেশ পুরাতন বৃহত্তর জেলায় মহকুমা হতে উন্নীত নতুন জেলাসমূহে (সাবেক মহকুমা হতে উন্নীত) তথা সাব-আরবান পরিবেশ বিদ্যমান। একই সাথে বৃহত্তর জেলার নতুন জেলায় ছোট আকারের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হলে পুরাতন সদর জেলা এবং নতুন জেলাসমূহের মধ্যে একদিকে যেমন বৈষম্য দূর হবে, অন্যদিকে পুরাতন জেলাবাসীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে Rural Based Center of Excellence Scientific Research & Higher Education গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

পুরাতন সদর জেলা ও মহকুমা হতে উন্নতি নতুন জেলাসমূহের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ তথা দেশের অবহেলিত পশ্চাৎপদ জেলাসমূহের সম-উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি গোপালগঞ্জে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস মাদারীপুর, (২) পুরাতন বৃহত্তর বরিশালের বিশ্ববিদ্যালয়টি পিরোজপুরে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস ভোলায়, (৩) পুরাতন বৃহত্তর পটুয়াখালীর বিশ্ববিদ্যালয়টি বরগুনায় স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস জালকাঠিতে, (৪) পুরাতন বৃহত্তর কুমিল্লার বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস হবিগঞ্জে, (৫) পুরাতন বৃহত্তর নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়টি ফেনীতে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস লক্ষ্মীপুরে, (৬) বৃহত্তর যশোরের বিশ্ববিদ্যালয়টি মাগুরায় স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস ঝিনাইদহে, (৭) পুরাতন বৃহত্তর পাবনার বিশ্ববিদ্যালয়টি সিরাজগঞ্জে এবং ২য় ক্যাম্পাস ঈশ্বরদীতে, (৮) পুরাতন বৃহত্তর বগুড়ার বিশ্ববিদ্যালয়টি জয়পুরহাটে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস নওগাঁ, (৯) পুরাতন বৃহত্তর রংপুর জেলার বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি লালমনিরহাটে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস গাইবান্ধায় এবং ৩য় ক্যাম্পাস কুড়িগ্রাম জেলায়, (১০) পুরাতন বৃহত্তর দিনাজপুরের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস পঞ্চগড়ে এবং ৩য় ক্যাম্পাস নীলফামারীতে, (১১) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি রাঙ্গামাটিতে স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস বান্দরবানে এবং ৩য় ক্যাম্পাস খাগড়াছড়িতে, (১২) ১৯৬৫ সালে মহকুমা হতে উন্নীত টাঙ্গাইল জেলার মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করে এর ২য় ক্যাম্পাস জামালপুরে (সাবেক মহকুমা) এবং ৩য় ক্যাম্পাস শেরপুর জেলায় স্থাপন করা হোক, (১৩) সিলেটে হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়টির ২য় ক্যাম্পাস সুনামগঞ্জে এবং ৩য় ক্যাম্পাস মৌলভীবাজার স্থাপন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রদেশে মোট ১৮টি জেলায় ৩০টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। আমাদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহ সংশোধন করে প্রস্তাবিত স্থানসমূহে স্থাপন এবং নতুন নতুন কৃষি/ইঞ্জিনিয়ারিং/ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক (কৃষি কলেজ/ মেডিক্যাল কলেজ/ বিআইটিগুলোকে রূপান্তরিত করে) নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে (কোন কৃষি কলেজ নেই) স্থাপন করা হবে।

রাজশাহী বিভাগে হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি কলেজে রূপান্তর), বগুড়া মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বগুড়া মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর), রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BITকে রূপান্তর), খুলনা বিভাগের যশোর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (নতুন), খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BITকে রূপান্তর), খুলনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিক্যাল কলেজ রূপান্তর), বরিশাল বিভাগে পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পটুয়াখালী কৃষি কলেজ রূপান্তর), শেরে বাংলা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিক্যাল কলেজ রূপান্তর), চট্টগ্রাম বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (BITকে রূপান্তর), কুমিল্লা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিক্যাল কলেজকে রূপান্তর), নোয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (নতুন), সিলেট বিভাগের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (মেডিক্যাল কলেজ রূপান্তর), ভেটেনারি মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয় (ভেটেনারি কলেজ রূপান্তর) এবং ঢাকা বিভাগের ২য় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (গাজীপুর BITকে রূপান্তর), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা কৃষি কলেজ রূপান্তর), কৃষি, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা অঞ্চলভিত্তিক বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য ও কারিগরি গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ক্ষেত্রে সমোন্নয়ন ঘটবে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বৃহত্তর দিনাজপুর তথা রাজশাহী/খুলনা বিভাগ অঞ্চলভিত্তিক চিনি ও দেশজ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধন করে ভারতীয় চিনি শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহিঃক্যাম্পাস থাকবে।

উদারহরণস্বরূপ বলা যায়, দিনাজপুরে হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে পুরাতন বৃহত্তর দিনাজপুরসহ রাজশাহী বিভাগে কৃষি বিপ্লব ঘটবে এবং মাদ্রাজের কুয়েমবাটের জেলা শহরের অনুরূপ দিনাজপুর জেলা শহর একটি আধুনিক কৃষি শহরে উন্নীত হবে এবং বন্যামুক্ত এলাকার ensured কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিপুল বৈদেশিক সাহায্য আসবেই। ঠাকুরগাঁও জেলায় নতুন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হলে ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর চালু করে সিলেটের বিমানবন্দরের অনুরূপ উত্তরাঞ্চলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হবে এবং পঞ্চগড় জেলায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর চালু হবে, ফলে উত্তর ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভুটান ও নেপালের ছাত্রছাত্রীর বাংলাদেশে কম খরচে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের সুনাম প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবিত হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (১) কৃষি অনুষদ, (২) মৎস্য অনুষদ, (৩) বন অনুষদ, (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি অনুষদ, (৫) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ, (৬) ভেটেরিনারি অনুষদ এবং (৭) কলা ও বিজ্ঞান অনুষদ থাকবে। কৃষি কোর্সের সহযোগী কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) এবং MBA কোর্সে পড়ানোর সুযোগ থাকবে। আরও বলা যায়, প্রযুক্তি বলতে ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা ও গবেষণা বুঝায়। দেশে মূলত ৫টি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে (বিআইটিসহ) এবং ওই সমস্ত ক্যাম্পাসেই ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামটি উপযুক্ত বা যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। আমাদের প্রস্তাবসমূহ সুবিবেচনা করে সরকারকে আশু বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের বিনীত আবেদন করছি।

প্রফেসর আবদুল হামিদ
বরিশাল শহর, বরিশাল।
অধ্যক্ষ মো. ইয়াসিন আলী
বালিয়াখুড়ি, ঠাকুরগাঁও।
ড. এম এ করিম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
প্রফেসর বায়তুন নাহার
পীরগঞ্জ উপজেলা, ঠাকুরগাঁও।